Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ অক্টোবর, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ২৯ অক্টোবর, ২০১৮, সোমবার, ১১ কার্তিক, ১৪২৫

খেতমজুর ইউনিয়নের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ অক্টোবর : সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ব্লক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুদবুদ হিন্দি হাইস্কুলে। উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি বাসুদেব মেটে। প্রতিবেদন পেশ করেন শ্যামচাঁদ মাঝি। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কোষাধ্যক্ষ জাফর আলি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক গনেশ চৌধুরী ও সাইদুল হক। প্রতিবেদনের উপরে ন'জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন

—এরপর চারের পাতায়

চলে গেলেন লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ অশোক দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর : লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ অশোক দাস প্রয়াত হলেন। এদিন ভোরে দুর্গাপুর ইস্পাত মেইন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বয়সজনিত নানা রোগে অসুস্থ ছিলেন। তিনি সি পি আই (এম) দুর্গাপুর ইস্পাত ২ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত সেইল সমবায়-৩ শাখার সদস্য ছিলেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ১৯৭৬ সালে সি পি আই (এম) সদস্য পদ অর্জন করেন। অশোক দাস-এর জন্ম বারাবনীর গৌরাংডি অলিগঞ্জ গ্রামে। চুরুলিয়া স্কুলে

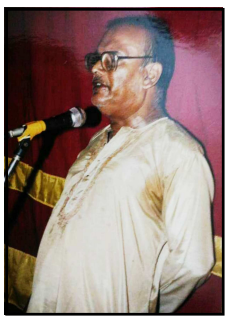

দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তারপর এথোড়া স্কুল, দুর্গাপুর বি-জোন বয়েজ মাল্টিপারপাস স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অবৈতনিক শিক্ষকতা করেন দুর্গাপুর ফুলঝোড় এলাকায় পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়ে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। বিশেষ করে ঝুমুর গান, দরবারি ঝুমুর নিয়ে তাঁর মৌলিক চর্চা তাঁকে লোকসংস্কৃতির জগতে পরিচিত করে। তাঁর কথায়- "দরবারি ঝুমুর গাইতে হলে কণ্ঠ অপরিশীলিত হতে হবে উচ্চারণে

—এরপর চারের পাতায়

'নতুন চিঠি'-র গ্রাহক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শারদোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুস্থ চিন্তা ও চেতনায় অসুস্থতাকে পরাস্ত করুন। — নতুন চিঠি পরিবার

পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষের আগের দিনই নতুন নির্মাণের অস্বাভাবিক সংখ্যার প্ল্যান পাশ

ক্ষোভ বর্ধমান শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : গত ২২ অক্টোবর সরকারিভাবে বর্ধমান পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। চেয়ারম্যান কিংবা কাউন্সিলারদের পুরসভা পরিচালনায় আর কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। কিন্তু মেয়াদ শেষের আগে শহরে বহু নির্মাণ এমনকি বহুতল নির্মাণের প্ল্যান পাশের হুড়োহুড়ি প্রকাশ্যে আসায় শহরবাসীর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিযোগ গত ১১ এবং ১২ অক্টোবর অসংখ্য বহুতল তৈরির প্ল্যান পাশ হয়েছে বর্ধমান পুরসভায়। এই দুদিনে গভীর রাত পর্যন্ত বাতি জ্বেলে পুরসভার কাজ হয়েছে। আর কাজ বলতে এই প্ল্যান পাশের ঘটনা। খবরে প্রকাশ একদিনে ৭২টি বিল্ডিংয়ের প্ল্যান পাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯টি সাধারণ বাড়ি এবং তিনটি ফ্ল্যাট বাড়ি। পুরসভার এইসব বিতর্ক প্রকাশ্যে আসায় চেয়ারম্যান নাকি শেষ পর্যন্ত ফাইলগুলি আটকে দিয়েছেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত প্রশাসক নেবেন বলে। বর্ধমান পুরসভার নজীরবিহীন এই ঘটনায় শহরবাসীর মনে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সূত্রের খবর তিনটি বিশাল ফ্ল্যাটের অনুমতি একপ্রকার জোর করেই করানো হয়েছে। ৪৮ ঘন্টায় ৪০টির বেশি বহুতল নির্মাণের প্ল্যান পাশ এই পুরসভায় ইতিপূর্বে ঘটেনি। সাধারণত পুরসভার কাজের দিন গড়ে ২০-২৫ টি করে প্ল্যান পাশ হয়ে এসেছে, এভাবে প্রতিমাসে বর্ধমান পুরসভায় গড়ে ৭০ থেকে ৯০টি প্ল্যান পাশ হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি এক মাসে সর্বোচ্চ ১২০টি প্ল্যান পাশ হওয়ার নজীর গড়েছে এই পুরবোর্ড। তারপর মেয়াদ শেষের মুখে গড়ে প্রতি দিন ২০-২৫টি প্ল্যান পাশ হচ্ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটি পড়ার আগের

—এরপর চারের পাতায়

রাফালে চুক্তির বিরুদ্ধে সভা জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ২৬ অক্টোবর : সারা ভারত কৃষকসভার উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের রাফালে চুক্তির বিরুদ্ধে সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিভুজিমোড়ের সভায় বক্তব্য রাখেন রাখহরি সেন, প্রবীর ভৌমিক, কাঁদন হেমরম, মানস রায় প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুকুল শিকদার। বক্তরা বলেন, যুদ্ধাস্ত্র রাফালে চুক্তিতে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি রয়েছে। এই দুর্নীতি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বিজয় মালিয়া, মহুল চকসি, নীরব মোদির মতো ২৮ জন কর্পোরেট কর্তা ১০ লক্ষ কোটি টাকা লোপাট করে দিয়ে বিদেশে পালিয়েছে। আর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী চৌকিদার হয়ে তাদের পাহারা দিয়েছেন। অন্যদিকে হাজার হাজার কৃষক ঋণে জর্জরিত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে

নিচ্ছেন। শুধু তাই নয় বিজেপি সরকারের আমলে গণতন্ত্র ও সংবিধান বিপদের মুখে। এই সরকারের কর্পোরেট তোষণে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন। তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে জনমত তৈরি করে আন্দোলনের ঝড় তুলতে হবে। তবেই ভারতবাসী পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবেন।

রাফায়েল চুক্তি ঘিরে কেন্দ্রের

—এরপর চারের পাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাবারে পোকা, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৬ অক্টোবর : পূর্বস্থলী-১ ব্লকের জাহান্নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌডাঙ্গা ৪৮ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু-খাবারে পোকা মেলে। ২৬ নভেম্বর এই ঘটনা জানাজানি হতেই শিশুদের অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। বিষয়টি জানানো হয় পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এবং সিডিপিও-কেও। প্রায় ঘন্টা-দেড়েক ঘেরাও রাখার পর ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সবিতা সুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এদিন তারা শিশুদের খাবারে দেখতে পান যে প্রচুর মরা লেদা পোকা রয়েছে। যা খেলে শিশুদের পেটের রোগ হতে বাধ্য। দেখা যায় যে ওই সেন্টারের রান্নায় ব্যবহৃত সোয়াবিনগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ওই সয়াবিন-এর মধ্যেই রয়েছে প্রচুর জীবন্ত পোকা। যেগুলো খিচুড়ি রান্নায় ব্যবহার হয়েছে। সবিতা সুর নামে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তেমনভাবে কোনো কথা বলতে না চাইলেও তিনি জানিয়েছেন তার কর্মজীবনে এমনটি কখনো হয়নি। এই প্রথমবার হলো। তাছাড়া তার কেন্দ্রের রান্নার জন্য কোনো সহকারী নেই। তাকেই সবদিক সামলাতে হয়। অন্যদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবকরা জানান, আজকে শিশুদের খাবারের মধ্যে মরা পোকা দেখতে পাই। ওই খিচুড়ি খাওয়ানোর পর শিশুদের পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়।

ক্ষোভের সঙ্গে অভিভাবকরা বলেন, শিশুদের কিছু হয়ে গেলে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীই দায়ী থাকবেন। পূর্বস্থলী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুভাষ বৈদ্য জানান, খবর পেয়ে আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। শিশু-খাবারের মধ্যে নানা পোকা মরে পড়ে আছে। এই ভয়ানক বিষয়টি আমাদের ব্লকের বিডিও এবং সিডিপিও-কে জানিয়েছি।

বোরো এবং রবি মরশুমে জমা জল ছেড়েও জল সংকট কাটেনি, দোসর বাদামি শোষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদিকে বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ, অন্যদিকে তীব্র জল সংকট। পূর্ব বর্ধমান জেলার চাষিদের দিশেহারা অবস্থা। এ যেন তীরে এসে তরী ডোবার সামিল। এই সময় ধান গাছের গর্ভাবস্থা। গোড়ায় পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন। জলাভাব এবং প্রতিকূল আবহাওয়াতে বাদামি শোষক পোকার আগামনে ধানের ফসল ঠেকবে তলানিতে। এর পর গোদের উপর বিষফোঁড়া—বোরো ধান অবিক্রি। গরজের দাম ৮৬০ টাকা বস্তা।

পশ্চিমবঙ্গের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবার ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। প্রথম থেকেই বর্ষার খামখেয়ালিপনায়

চাষাবাদে বিঘ্ন ঘটে। স্বাভাবিক-এর থেকে এবার ৩৫০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। অসেচ এলাকাতে প্রথম থেকেই বিকল্প সেচের ব্যবস্থা করে ধানগাছকে বড় করে চাষি। এতে চাষের খরচও বাড়ে। তার ওপর বেড়েছে সার, কীটনাশক ওষুধের দাম। ফলে খরচ বাড়ছে হুহু করে।

এই অবস্থাকে সামাল দিতে মাইথন ও পাঞ্চেৎ জলাধার থেকে বোরোর ও রবিচাষের জন্য জমা জলকে ছাড়বে ডিভিসি। ২৬-২৮ অক্টোবর ক্যানেলগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে জল ছাড়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে ৭০ শতাংশ জমিতে এখনও জল পৌঁছায়নি। বড় অংশেই কার্যত জলাভাবে ধান শুকিয়ে যাবে।

২৫ অক্টোবর বিডিএ ভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। কৃষিমন্ত্রী এবং রাজ্য কৃষি উপদেষ্টার উপস্থিতিতে সাংসদ ও বিধায়করা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ করেন গত ১০ অক্টোবর সিদ্ধান্ত হওয়া বিদ্যুৎ দপ্তর এবং ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর কোন কাজই করেনি। ওই বৈঠকে ঠিক হয় জরুরি ভিত্তিতে ক্ষুদ্র সেচের পাম্প এবং বিদ্যুৎ ছিন্ন করা সাবমার্সিবলে সংযোগ দেওয়া। না মানার কারণে সমস্যা আরও গভীর হয়েছে বলে জানা যায়। ওই সময়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সপ্তাহব্যাপী ক্যানেলের জল দেওয়া হলেও তা ছিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। সেই সময়ে নিম্নচাপের সামান্য বৃষ্টি পরিস্থিতি সামাল দেয়। সে কারণেই চাষিরা এবারের ছাড়া জলকে কোন ভরসাই করতে পারছেন না।

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৯ অক্টোবর, ২০১৮

ঘোষণা খুব স্পষ্ট

সবরিমালা প্রসঙ্গে কেরালা সরকারকে উৎখাতের হুমকি দিয়ে নিজেদের অবস্থান একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। মহিলাদের সমানাধিকার এবং ধর্মীয় বিভাজনের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে পিনরাই বিজয়ন সরকার যখন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন অমিত শাহর এই অবস্থান দেশে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনিকেই আর একবার সুস্পষ্ট করছে। সবরিমালা নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টকেও কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। কেরালার কান্নুরে প্রকাশ্য এক জনসভায় ২৬ অক্টোবর দেশের শীর্ষ আদালতকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, আদালতের এমন রায়ই দেওয়া উচিত যা বাস্তবায়ন করা যায়। সুপ্রিম কোর্ট এবং সংবিধানের উপর আক্রমণ সঙ্ঘ পরিবারের মদতে বারেবারে হয়ে চলেছে। দেশ জুড়ে তারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সব বয়সের মহিলারা সবরিমালা মন্দিরে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। এতেই 'আয়াপ্পা স্বামীর ভক্ত' সেজে আর.এস.এস-বিজেপি কর্মীরা গোল পাকাতে শুরু করেছে। তারা মহিলাদের বাধা দেওয়ার পাশাপাশি হামলাও চালায়। সরকার প্রথমে সংযম বজায় রাখলেও পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। সরকার কড়া হাতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দমনে নামতেই প্রকাশ্যে চলে আসে বিজেপির প্রকৃত মনোভাব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে এদিন অমিত শাহ 'অবাস্তব' বলতেও পিছপা হননি।

বিজেপি এবং আর.এস.এস-এর প্রকৃত চেহারা অমিত শাহর বক্তব্যে ফুটে ওঠায় কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, "সুপ্রিম কোর্টের রায় রূপায়ণ করছি বলে বিজেপি আমাদের হুমকি দিচ্ছে। সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া।" অথচ সেই জায়গায় অমিত শাহ নিজের দ্বিচারিতা ঢাকতে মহিলাদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে বলেছেন, "সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রণয়ন করুক, তা রাজ্যের অধিকাংশ মহিলাও চান না।" হুমকির স্বরে তিনি বলেছেন, "পুরানো রীতি এবং প্রথা রক্ষা করতে রাজ্যের বিজেপি কর্মীরা লড়াইয়ে কখনও একা হবেন না। গোটা দেশের বিজেপি কর্মীরা এক হয়ে লড়বেন।"

ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ সার্বিকভাবেই মন্তব্য করেছেন—"যদি কোথাও টুকরো টুকরো গ্যাং থেকে থাকে, তবে তার কমান্ডার-ইন-চিফ হলো অমিত শাহ্। উনি ভাগ করা, মেরুকরণ করা, ভক্তদের মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা ছড়ানো—নির্বাচনে জেতার জন্য যে কোনও কাজ করবেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনীতিক অমিত শাহ।"

কান্নুরের জনসভায় অমিত শাহ-র ঘোষণা খুব স্পষ্ট। বোঝা যায় বিভাজনের এই রাজনীতিকে আগামী দিনে বিজেপি সর্বভারতীয় স্তরে প্রয়োগ করতে চায়—যা তারা ইতোমধ্যে একাধিক রাজ্যে প্রয়োগ করে কম শতাংশ ভোট পেয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে। কংগ্রেসের দ্বিচারিতাও কম নয়—চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস রক্ষার অজুহাতে তারাও ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামলে দেশজুড়ে প্রশংসিত কেরালার এল.ডি.এফ সরকারকে পর্যুদস্ত করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে— যেমন শুরু হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় গত শতকের ষাটের দশকে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাতের প্রক্রিয়া, যেমন শুরু হয়েছিল খোদ কেরালাতেই ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে নির্বাচিত প্রথম অকংগ্রেসী সরকারকে ফেলে দেওয়ার কাজ। তাই দেশের আপামর গণতান্ত্রিক মানুষকে কেরালা সরকারের পাশে দাঁড়ানোই উচিত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কত সালে ভারত জুড়ে ভাষা আন্দোলনের জন্য রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি হয়? কে কে কমিশনে ছিলেন? সভাপতি কে হন?
২. মাদ্রাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দাবিতে কে ৫৮ দিন আমরণ অনশন চালিয়ে মারা যান?
৩. ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্য ভাগ হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট হয় কত সালে?
৪. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদ বা নদী কোনটি? দৈর্ঘ্য কত? কটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত?
৫. ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সব থেকে দীর্ঘ কোন নদ বা নদী? দৈর্ঘ্য কত?
৬. পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দীর্ঘতম নদী কোনটি? দৈর্ঘ্য মোট কত কিলোমিটার?
৭. ভারতীয় রেলের সবথেকে স্বচ্ছ স্টেশন হিসাবে কোন রেল স্টেশন স্বীকৃত হয়েছে?
৮. প্রথম হৃদ্‌পিণ্ড প্রতিস্থাপন কোথায় কত সালে হয়? কোন চিকিৎসক করেন?
৯. বিশ্বে সর্বপ্রথম অঙ্গ প্রতিস্থাপন কোথায় কত সালে হয়? কে করেন?
১০. সর্বপ্রথম রক্তের গ্রুপ কে আবিষ্কার করেন? কত সালে?
১১. ভারতে প্রথম যুদ্ধে কে রকেট ব্যবহার করেন? কত সালে?
১২. বুদ্ধদেবের ধ্যানগুরু কে ছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কবি ও কবিতা, এক আশ্চর্য অনুভূতি

ড. রমজান আলি

বিশ্বস্রষ্টাকে একজন কবি ধরে নিতে দোষ কোথায়? বিশেষ করে তিনি যখন এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সঙ্গে সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী কবিচিত্ত মিলে যায়। প্রাচ্যদেশে কবিতাকে দেবতা প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কবি ব্রহ্মার মতোই সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর আদি শ্লোক—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। / যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।" দুঃখ যন্ত্রণায় কাতরে উঠে উচ্চারণ করলেন প্রথম কবি। কবিতা পাঠের শেষে আমরা নিষাদ বা ব্যাধের পক্ষ নিতে পারি না। আমরা পক্ষ নিই বাল্মীকির, কেন কী না তিনি সাধারণ অনুভূতিশীল মানুষের কথা বলেছেন। সামান্য এই উচ্চারণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল প্রতিবাদ আর পরিবর্তনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

প্লেটো তাঁর 'কথোপকথন' (Dialogue)-এ সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কবিরা যেন ঐশ্বরিক প্রভাবান্বিত দিব্যোন্মাদ। তাঁরা সাধারণ লোকের মতো নন—না মনের দিক দিয়ে, না ভাষার দিক দিয়ে। লোকে যেমন ভুতের প্রভাবে পড়ে কথা বলে তেমনি কবিরা প্রলাপ বকে। তবে তাঁরা দিব্যশক্তির বশে কখনও নারীর মতো অদৃশ্য ভাগবত প্রতিভার অধিকারী হন। Phaedrus গ্রন্থে আরও বলেছেন—"তৃতীয় প্রকারের উন্মত্ত হলেন কবিরা—যাঁরা কল্পনা দ্বারা আবিষ্ট। এই উন্মত্ততা কবিদের কোমল পবিত্র অন্তঃকরণে প্রবেশ করে তাঁদের কল্পনাশক্তিকে এমনভাবে উদ্দীপিত করে যে তাঁদের গীতিপ্রতিভা ও অন্যান্য ধরনের সাহিত্য প্রতিভা জাগ্রত হয়। কবিরা এই শক্তির বলে প্রাচীন বীরপুরুষদের কাহিনি এমনভাবে বর্ণনা করেন, যা থেকে মানুষ শিক্ষালাভ করতে পারে। কিন্তু যে কবির মনে কল্পনার উন্মত্ততা প্রবেশ করেনি, তিনি কাব্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।" (শিশির দাশের ভাবানুবাদ) সুতরাং প্লেটোর মতে কাব্য সৃষ্টি এক প্রকার পাগলামি। Ion গ্রন্থে কবিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। তিনি নিজে হোমারের কাব্য পাঠ ও আবৃত্তি করতেন। প্লেটো দেখালেন কবিরা ঐশ্বরিক আবেশে কাব্য রচনা করেন। ভগবান কবিদের মনকে নিজে গ্রহণ করেন এবং কবিদের মাধ্যমে নিজের কথা বলেন। তাঁর এই মতকে গুরু সক্রেটিস সমর্থন করেছিলেন।

প্লেটোর এই বক্তব্য শুনে উল্লসিত হবার কারণ নেই। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় আসলে তিনি কবিদের বিরোধিতাই করেছেন— প্রথমত, কবি উন্মত্ততার আবেশ বলতে তিনি কী বলতে চাইছেন তা কবি নিজেই জানেন না। শেক্সপিয়ারের ভাষায়— The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact... দ্বিতীয়ত, কবিকে তিনি মিথ্যাচারী বলেছেন। তিনি কখনো কাঁদেন কখনো হাসেন—এগুলি সবই মিথ্যাচার। প্লেটোর তৃতীয় গ্রন্থ Republic-এ কবিদের প্রতি নির্মম উক্তি করেছেন। তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে মিথ্যাচারী কবি-সাহিত্যিকদের নির্বাসিত করবেন। আসলে জীবন আর রাজনীতিকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি; সামাজিক ও নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণের প্রশ্নে তাঁর এই মন্তব্য। বীরপুরুষ ও দার্শনিকরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেখানে কবিরা স্থান পাবেন না। কারণ তাঁরা মিথ্যুক, মিথ্যাকে সুন্দর করে সাজিয়ে জনমনোলোভা করেন। যেমন হোমার-এর সৃষ্ট দেবতা দুর্নীতির বাহক, বীর একিলিসকে তিনি কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের ঠাঁই নেই। আসলে প্লেটো ভয় পেয়েছিলেন কবি-সাহিত্যিকদের কারণ এঁরাই 'বাঁক নির্দেশ' করেন, এঁরা রাজাকে রাজার শাসনব্যবস্থাকে তুলোধোনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবি' শিরোনাম যুক্ত একটা কবিতায় কবি সম্পর্কিত একটা উপলব্ধির কথা বলেছেন। কবি সম্পর্কে মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে একই সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রকরদের সঙ্গে তুলনা করে কবি যে কোথায় অগ্রগতি লাভ করেছেন তার কথা বলেছেন। চিত্র ও সাহিত্য দুটোই হচ্ছে শিল্প। আরিস্টটলের মতে সব শিল্পই হচ্ছে অনুকরণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। কিন্তু পরক্ষণেই আরিস্টটল বলেছেন বিভিন্ন শিল্প পৃথক হয় তিনটি দিক দিয়ে—অনুকরণের মাধ্যমে, কিংবা বিষয়বস্তুতে কিংবা অনুকরণের রীতিতে। ছবি ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয় মানুষের জীবন ও তার ক্রিয়া। মানুষ বাস্তবে যেমন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা তার চেয়ে নিকৃষ্ট উভয়ই হতে পারে। রীতি ও বিষয় অনুকরণের এই দুটিতে উভয়ের পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে মাধ্যমের ক্ষেত্রে। ছবির ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে নেওয়া হয় রঙ, তুলি ইত্যাদি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প ইত্যাদি।

তবে চিত্রকর বাহ্য অবয়বকেই তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু কবি জগতের যে ছবি আঁকেন অর্থাৎ লেখেন তাতে স্থান পায় প্রকৃতির রূপ, প্রেম, ভাব সবকিছুই। প্রতিটি শিল্পী আপন মনের মাধুরীকে মিশিয়ে সৃষ্টি করেন। চিত্রকর যিনি বহিঃবিশ্বের মধ্যে যা কিছু সৌন্দর্য আছে তাকে তুলির মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে লোকের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু তাতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য থাকে না। কিন্তু কবি বিশ্বকে দেখে তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারে। কারণ কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যকেই তুলে ধরেন তা নয় অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু চিত্রকর সব তার আন্তরিক সৌন্দর্যকে চিত্রের মাধ্যমে সর্বদা কি ফুটিয়ে তুলতে পারেন?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় আছে—"চারু বিশ্ব কবি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।/স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি।। / কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।/অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট।।/ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর। /সমদয় চিত্র করে, কবি চিত্রকর।।" সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে কবিকে বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি। কবির বর্ণনা রসিকজনের মনকে তৃপ্ত করে, মুগ্ধ করে। কবির আঁকা ছবি বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তা শব্দ দিয়ে আঁকা—"পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয়। / কবি-চিত্র কিবা চিত্র, বিনাশের নয়।।" কবিতা ও ছবি এই দুই শিল্পমাধ্যমকেই ঈশ্বরচন্দ্র বলতে চেয়েছেন অনুকরণাত্মক শিল্প। কিন্তু কবিতা জীবনের অনুকরণের থেকে আরও কিছু বেশি। আরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে এমনটাই বলেছেন।

আপনারা যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন হুগো দ্য ভিঞ্চির 'মোনালিসা' কী কেবলই ছবি? এটা কি চিরকালীনতায় স্নাত নয়? কোনো প্রশ্ন না রেখেই বলতে হয়—চিরকালীন। আর তখনই এই মন্তব্য আসা স্বাভাবিক—প্রকৃত কবিও তো চিত্রকর। তাঁর সৃষ্টির আনন্দে তিনিও ঈশ্বর।

সচেতন, মননশীল বলেই কবি সমকালকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বাংলা কবিতায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক কর্তৃক শিষ্যকে নির্বাণ লাভের উপায় বলতে গিয়েই সমাজের সহজ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারলেন না তাঁরা। 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশি'—এই উচ্চারণ চিরকালীনতাকে ছুঁয়ে গেল। মধ্যযুগের শুরুতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বিরহী রাধার মুখে উচ্চারিত হল—'মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।' জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগে—'কী ঘর বাঁধিনু আমি....অনলে পুড়িয়া গেল', আলাওলের স্পষ্ট উচ্চারণ—'নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরাণ'। আধুনিক যুগে মধুসূদনের আত্মবিলাপে—'কী ফল লভিনু হায়'—এ তো মানব মনেরই এক একটা গভীর অনুভূতির স্তর। প্রাক্-কল্লোলে উচ্চারিত হয়—'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন" কল্লোল-উত্তর কবিরা রুশ-বিপ্লবের সাফল্যে বিশ্বযুদ্ধের নষ্ট পোড়ো জমিতে, প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে বলতেই পারেন—'বড়োলোকের গাড়ি চাপা গরিব কেন মরবে?'

স্বাধীনতা আমাদেরকে সুখ দিল না, একটা দেশ তিনভাগ হয়ে গেল। স্বাধীনতার সুখ নিয়ে তেমন কোনো কবিতাই লেখা হল না। সমতা এল না বলেই ষাটের দশকের কবিতায় গালাগালের শব্দ প্রয়োগ করা হলো। উত্তর-আধুনিক যুগের কবিতায়—মানুষের লক্ষ্যহীন অস্থিরতার ছবি ভিন্নভাবে হাজির হয়েছে। বাঁক পথে কবি তাঁর কবিতার সময়কালকে ধরেন বলেই সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রামে সরাসরি হাজির হয়। কিংবা 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো' যে বেহুলা বাংলার রূপ বাঁচিয়েছিল, সেই বেহুলার 'চরম পরিণতি' অদূর ভবিষ্যতে বাংলা কবিতায় আসতেই পারে।

সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে যতবড় বাস্তববাদী কবিই হোন না কেন, তিনি তাঁর সত্তায় কল্পনাকে অস্বীকার করতে পারেন না। কবি থাকবেন অথচ কল্পনা থাকবে না—এটা হতেই পারে না। বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যধারা বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যেতে পারে যে, রোম্যান্টিক কবি সাহিত্যধারার কবিরা সব থেকে বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। অতি বড় বাস্তববাদীও কল্পনাপ্রবণ। সাহিত্যের কল্পনা একটি অন্যতম অনুষঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। কল্পনা ছাড়া উৎকৃষ্ট শিল্পসাহিত্য সম্ভব নয়। কল্পনার সাহায্যেই লেখক কিংবা শিল্পী সত্যকে উপলব্ধি করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বলেছেন—"...যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিকে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়...।"

যদিও আর পাঁচজন মানুষের কল্পনা আর কবি-কল্পনা আলাদা। সাধারণ মানুষের কল্পনা অনেকটাই স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বলেই তার মধ্যে সর্বদা সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু কবিকল্পনা তাঁর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, তা অন্যতম একটি শৈল্পিক অনুষঙ্গ। এই কল্পনা আসলে প্রেম আনন্দ এবং কবিপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত। তাই এর শক্তি ব্যাপক ও বিস্তৃত। বুদ্ধির বদলে অনুভূতিতেই তাকে ধরা যায়। এই ভাবনা একটা তাত্ত্বিক রূপ পায়। কাব্যানুভূতি—অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থ—অন্যকিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা। অন্যের অনুভূতি নিজেরই মধ্যে অনুভব করেন, এবং তার পরিণতি ঘটান। পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের 'Re-productive Imagination' বা কোলরিজের Fancy-র সঙ্গে এর খুব একটা তফাৎ নেই। রবীন্দ্র সাহিত্যে যে 'লীলা'র কথা বলা হয়েছে সেই লীলাও কল্পনায় আচ্ছন্ন। কল্পনা নিজত্ব ও অপরত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। জগতের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, সেই বিচ্ছিন্নতাকে অখণ্ডতা দান করে, আর তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশ ঘটায়।

এই সূত্রে কবি ও কবিতা সম্পর্কে আমরা একটা সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি— (১) কবিতা পড়লে পাঠকের মন বিয়োগান্তক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, (২) কবিতা একান্ত কঠিন বা চিন্তা শূন্য মানুষের মনে গভীরতা আনতে পারেন, তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে বিগলিত করে, (৩) মানসিক ক্ষুধার যোগান দেন কবি ও তাঁর কবিতা।

দেশে খারাপ পরিস্থিতি—জরুরি অবস্থার চেয়েও

আব্দুস সবুর

দেশে জরুরি অবস্থা ছিল একুশ মাসের। ইন্দিরা গান্ধী সেজন্য মূল্য চুকিয়েছেন। ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করেনি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে শুরু হয়ে জরুরি অবস্থা ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু এখন শুরুর কোনো ঘোষণা নেই, তাই শেষেরও কোনো বিষয় নেই।

দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষিত জরুরি অবস্থার বিশেষ কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ। প্রয়োগ পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অন্যরকম। বর্তমানে যা হচ্ছে তাকে বলা যায়, স্বাধীনতার ওপর একেবারে আক্রমণের বদলে এর সামগ্রিক শাখা-প্রশাখার ওপর একটু একটু করে আক্রমণ বাড়ছে। একেকবারে একেকটি শাখার ওপর আঘাত হচ্ছে। সবার ওপরেও একসঙ্গে আঘাত আসছে না। এক খেপে লেখক তো আরেক খেপে বুদ্ধিজীবী বা আইনজীবী বা আরেক খেপে সমাজসেবী বা মানবাধিকার কর্মী। তাই ক্রমে ক্রমে আঘাত নেমে আসছে সবার ওপরেই। বাদ যাবে না কেউই।

একই কারণে মাঝরাতে সমাজকর্মীদের গ্রেপ্তার করার পরও বিষয়টি জরুরি অবস্থার সময়কার গ্রেপ্তারগুলোর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি হিসাবে হয়তো সবাই দেখছেন না। কেননা ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থাটা ছিল এক রাতেই সমস্ত নাগরিক অধিকারের হরণ। নির্বাচন স্থগিত, বিধানসভা বাতিল, প্রচার মাধ্যমের ওপর খাঁড়া, রাজনৈতিক বিরোধীদের জেলে বন্দি করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই কোন রকম রাখঢাক ছাড়াই চলেছিল। কিন্তু এখন সেগুলোই হচ্ছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে আর কোথাও কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধির সময়ে হাতুড়ির মার ছিল। আর বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে হাতুড়ির মার বাটালি দিয়ে। সরাসরি আঘাত নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থা আরও বেশি ভয়ংকর।

হালকা বিষের মতো ধীরে ধীরে সাম্প্রতিক বিষয়গুলোকে রাজনৈতিক শরীরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। জরুরি অবস্থার চেয়ে বর্তমান সময়ের একটা বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে এটাই। স্বাধীনতা, মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তির মূলে একটু একটু করে আঘাত আসছে। প্রতিবারে একটু একটু করে করাল গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। আর যার প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করবেন, তাদেরকে নানা ধরনের বিষয় সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে সেই দিকগুলোতেই ব্যস্ত করে রাখা হচ্ছে। কোথাও সেটা দলিত ও উচ্চবর্ণ, কোথাও সেটা হিন্দু-মুসলিম, কোথাও সেটা একই রকম অন্য কোন বিষয়। যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে চলছে তেমনই মগজ ধোলাই।

পুলিশ সম্প্রতি কয়েক দফায় বেশ কিছু সমাজসেবী, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, লেখককে গ্রেপ্তার করেছে। তেমনই সবগুলো ক্ষেত্রেই পুলিশ যেসব তথ্যের কথা বলছে, সেগুলো হয় অর্থহীন অথবা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এগুলো পুলিশই জোগাড় করে এনেছে অর্থাৎ পুলিশের বানানো। আর এই পরিস্থিতি চলছে গুজরাট, দিল্লি, ছত্তিশগড়, মুজফ্‌ফর নগর, কাশ্মীর সহ নানা রাজ্যে, এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও।

এই অন্ধকার একদিন শেষ হয়ে যাবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা ঘোষিত জরুরি অবস্থার মতো এর কোনো নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না। এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিটি ইঞ্চিকে একটু একটু করে উদ্ধার করতে হবে। একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ষড়যন্ত্র করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ফাঁক-ফোকর যেন থেকে না যায়।

লোকসংস্কৃতির এক বিশুদ্ধ মানুষ অশোক দাস চলে গেলেন

মলয় রায়

নতুন চিঠিতে দীর্ঘ সময় ধরে লিখছেন। অশোক দাস। লোক সংস্কৃতির গবেষক। গায়ক। যাত্রা, ঝুমুর, তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাঁর ফোন নং যোগাড় করে একদিন ফোন করেছিলাম। ফোন ধরতেই নাম বললাম। বলেছিলেন 'ওঃ, নতুন চিঠি'। ফোন করলে কোনো দিন এড়িয়ে যাননি। উত্তর দিতেন। নানা প্রশ্ন রাখতাম। কোন দিন গম্ভীর হননি।

ব্রজেন দে-র পুত্র তরুণ কুমার দে-র সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল। কোন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মানুষকে সম্প্রীতির সংলাপ শোনানোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন ব্রজেনকুমার, অশোক দাসের লেখায় পড়েছিলাম। পালার নাম ছিল 'বাঙালি'।

'কাশীপুর মহারাজাকে যাত্রা মঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছিলেন সিরাজদৌল্লা' শিরোনামে অনবদ্য একটি তথ্য উহার দিয়েছিলেন, আমাদের মতো যাত্রা পাগল মানুষদের। 'গণশক্তি'র পাঠকদের আসলে সিরাজদৌল্লার ভূমিকায় ছোট ফণীবাবু। এদিকে কাশীপুর মহারাজার হুকুম, তার নাটমন্দিরে জুতো পরে কেউ অভিনয় করতে পারবেন না। নবাবের খালি পা! ছোট ফণীবাবু মানেননি। মহারাজ অগ্নিশর্মা। "কে হে তুমি বেয়াদব। জুতো পরে আমার ঠাকুর দালানে উঠেছো।" চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরাজদৌল্লার রূপী ছোট ফণীবাবু—"কে তুমি কাশীপুরের মহারাজ! বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজদৌল্লাকে হুকুম কর!" মহারাজ হতভম্ভ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, যাত্রা বন্ধ হয়নি। অভিনয় শেষে কাশীপুরের মহারাজ ভুল স্বীকার করেছিলেন।

এই রকম সব অনবদ্য সংগ্রহ ছিল অশোক দাসের। চায়ের দোকানে ভাঙা বেঞ্চে বসে যাত্রার প্রবাদপ্রতীম কৌতুকাভিনেতা মাখন সমাদ্দারের মুখে শেকস্‌পিয়রের পাঠ শুনেছিলেন অশোক দাস। তখন তিনি ছাত্র। মাখন সমাদ্দারকে দেখে হাসাহাসি করেছিলেন বন্ধুরা। সবাইকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন 'সুন্দর' কথাটি স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ কর। সঠিক উচ্চারণ অশোক দাসও করতে পারেননি। তারপর মাখন সমাদ্দার আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন "সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি, তারায় তারায় খচিত।"

অশোক দাস লিখেছেন, "মাত্র আধঘন্টার আলাপে তাঁর কাছে যা শিখেছিলাম, সে শিক্ষার তুলনা নেই।"

এই সেই লোক সংস্কৃতির গবেষক অশোক দাস। শিল্পী শিক্ষক গবেষক প্রাবন্ধিক। তিনি যেমন যাত্রার মানুষের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন, পাঠ নিয়েছেন ঝুমুর পদকর্তাদের কাছেও। সংগ্রহ করেছেন। গবেষণা করে আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ যদি চোখে জল নিয়ে না আসে সেটাই অবাস্তব। যাত্রা, ঝুমুর নিয়ে আলোচনার মানুষ কমছে। একজন চলে গেলেন। দুঃসময়ের যাত্রাপথের পায়ে চলা মানুষ। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। একজন সাধারণ হিসাবে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

পুস্তক সমালোচনা

কবিতাই জমরের জীবন

পঙ্কজ পাঠক

সকলের সামনেই আছেন, অথচ যেন অলক্ষ্যেই ঘুরে বেড়ান আর গাছের পাতার ভেতর দিয়ে বারান্দায় পড়া ছেঁড়া ছেঁড়া রোদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করেন—এমন মানুষ হলেন জমর সাহানি। আমাদের শহরের গাছ-পুকুর-দিঘি-দামোদর-বাঁকানদী-দখিনা বাতাস তাঁকে চেনে। তিনি চেনেন শহরের বুকে হাঁটা অগণন মানুষ। মিছিলের মুখ। ঘটি-বাড়ি ঘর হারানো মানুষের সংসারের এক চিলতে ঘরে সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণার জীবন। সূর্য ওঠার পর আগে চারাচরে যখন নতুন দিনের প্রস্তুতি চলছে তখন তিনি শুরু করেন হাঁটা, এ পাড়া থেকে সে পাড়া, এ দুয়ার থেকে সে দুয়ার, মানুষের সঙ্গে হাসির বিনিময়ে বুকের ভেতরে জমে ওঠে শব্দমালা।

রাতে যখন নদী ঘুমিয়ে পড়ে, হয়তো জ্যোৎস্নার জুতো পরে মহারাজারা অতীতের সন্ধান করেন, কিংবা শিশিরের শব্দে ঘুম ভেঙে শের-আফগানের সমাধির সামনে মেহেরুন্নেসা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চান, তখন হয়তো জমরের কলম ক্লান্ত নয়, দিনগত পাপক্ষয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে তাই তিনি লিখতে পারেন : 'তুমি-ই বলো—/স্পন্দিত কোমল হৃদয় যদি পাথরের মতো/শক্ত হয়ে যায়/সুখদুঃখ হাসিকান্না থেকে যদি জীবন/সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়/তাহলে সে-জীবনে কি আর জীবন থাকে?'

কবিরও জীবন আছে, তাকে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতে হয়, তবু বেলা-অবেলায় তাকে আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয়। অভিমান-অনুরাগ ক্ষোভ-প্রেম-বিতৃষ্ণা এইরকম নানা অনুভূতির সংমিশ্রণে নিজের ভেতরে জেগে ওঠে অন্য এক মানুষ। সে কবির সঙ্গে কথা বলে, তর্কযুদ্ধে মেতে ওঠে, হেরে গেলে লুকিয়ে পড়ে গোপন গুহায়, কবি তাকে পেতে ঘুরে বেড়ায় ফুটপাতে, মানুষের মধ্যে, গাছের ছায়ায় ছায়ায়। জমর এক আশ্চর্য কবি, মুখে স্মিত হাসি, কথা বললেই মনে হয় জীবনের জয়গান করছেন, মানুষের দুঃখময় জীবনে আনন্দে থাকার পথ তিনি চেনেন। আসলে নিজের ভেতরের লুকিয়ে থাকা মানুষটা জেগে ওঠে কবির মতো কখনো কখনো বন্ধু হয়ে যায় বলেই আকাশকে দেখে জমর লেখেন 'আকাশ-তোমাকে দেখলে/কখনো পাখি কখনো মেঘ হতে ইচ্ছে করে/তোমার নিরাকার দর্পণে/দেখি নিজের ক্ষুদ্র দেহ শুধু নয়/কুটিল-মলিন মন-ও/তাই তোমার অনন্ত বিস্তারে প্রবহমান নদীতে/ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে/অনন্ত কাল ধরে।'

এখনতো নিজের ঢাক নিজের পেটানোর যুগ। কবিতার মান যেরকমই হোক, তবু নানাভাবে প্রচারের আলোয় অনেক কবিই নিজেকে দেখতে চান। জমর এসবের ধার ধারেন না। তাঁর মাথায় অন্য এক বোধ কাজ করে। সেই বোধের আলোকে তিনি লেখেন : একমাত্র খিদের জ্বালায় মানুষ আত্মহত্যা করে—/একথাটি ষোলো আনা সত্যি বলে আমার কোনো দিন/মনে হয়নি—হয়তো কিছুটা হলেও হতে পারে/আমার বরাবরই মনে হয়েছে/খেদের জ্বালা মানুষকে সংগ্রামী গতিশীল ও উদ্যোগী করে তোলে।'

রাজনীতি-গণতন্ত্র-উন্নয়ন এসব কবিরা তো দেখেন ভিন্নভাবে, আর কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমরও অসামান্য চোখে দেখেছেন ও লিখেছেন : 'আমাদের দারিদ্র মানে/সুন্দর একটা খেলার পুতুল/যেটা নিয়ে খুব সহজেই খেলা যায়—/উন্নয়ন-উন্নয়ন খেলা, গণতন্ত্র গণতন্ত্র খেলা/এই খেলায় যে-যেমন দক্ষ হয়ে ওঠে/সে তেমন ফল পায়—/খেলতে খেলতে কেউ/ হয় হাফনেতা কেউ হয় ফুল নেতা/কেউ মন্ত্রী কেউ রাষ্ট্রপতি/কেউ বা রাতারাতি কোটিপতি।' দারিদ্র নিয়ে যে খেলা চলছে তাকে ভিন্নমাত্রায় তুলে ধরেছেন কবি।

একাকী কাগের অভিযাত্রায় কবি জমর সাহানির দৃঢ় পদক্ষেপ আপাতভাবে আমাদের চোখে না পড়লেও তিনি স্বমহিমায় বিরাজ করছেন আমাদের শহরে। তাঁর লেখার আর জীবনচর্চার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন কবিতার মতো জমরের জীবন, কবিতাই জমরের জীবন। এইভাবেই তিনি কেবল নিজে বেঁচে নেই, তাঁর কবিতাও এই দুঃসময়ে সঞ্জীবনী-সুধা হয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা
জমর সাহানি
দাম : ১২০ টাকা

খেতমজুর ইউনিয়নের সম্মেলন

—প্রথম পাতার পর

সুশান্ত বাগ ও আলি হোসেন। শ্যামচাঁদ মাঝিকে সম্পাদক ও সুশান্ত বাগকে সভাপতি করে ১৯ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

মন্তেশ্বর ব্লক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ অক্টোবর ধেউরচাঁদা গ্রামে। সম্মেলন উপলক্ষে এলাকার নামকরণ করা হয় 'তানু সেখ নগর', সম্মেলন স্থলের নাম 'ধানু রায় মঞ্চ'। ১০৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করেন ডালিম মণ্ডল। সম্মেলন পরিচালনা করেন জয়দেব চক্রবর্তী, রূপালী সেখ ও ডালিম মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন খেতমজুর ইউনিয়নের জেলা কমিটির সদস্য শাহাজান চৌধুরী। দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি, ১০০ দিনের কাজ কাজ ২০০ দিন করা, সকলের জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ড, সকলের জন্য পাকা বাড়ি, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রভৃতি দাবিগুলিকে সামনে রেখে সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন ফিরোজ সেখ। ১৭ জন প্রতিনিধি সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দাবিগুলোর উপর সহমত পোষণ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা হালিম সেখ, চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ। শেষে জয়দেব চক্রবর্তী ও ফিরোজ সেখ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ২১ জনের নতুন মন্তেশ্বর ব্লক কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন হুমকি ও বাধা দানের মধ্যেও এই সম্মেলন সফল হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

আর একটি অনন্য সাধারণ প্রযোজনা

হিজিবিজি। সম্পাদক - কৌশিক দে। কালনা রোড, জামতলা, বর্ধমান।

পত্রিকার নাম হিজিবিজি! কথাটার মানে বলা হয়েছে - 'হি ইজ বিজি'। হালফিলের মানুষ সদাব্যস্ত, তার কাজের কোন শেষ নেই অথচ সে বড্ড একা। এরই মাঝে প্রকাশ হিজিবিজি-র। শিশু কিশোরদের ছবি-ছড়া-গল্প-কাহিনিতে ঠাসা জমজমাট পত্রিকা হিজিবিজি। ছবি আঁকার ইসকুল, চিত্রমন্দির-এর এই পত্রিকার এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। ফর্দ লেখার মতো কবিতা লিখেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক কৌশিক দে তাঁর মিষ্টি স্বভাবের লেখা ছাতার মেলায় মন ভরিয়েছেন। শিপ্রা মুখার্জি লিখেছেন নীল আকাশে কালো বিন্দু। নদীর সাথে তাঁর চিরকালীন আড়ি। কারণ নদী বাঁকাপথে ছোটে। এছাড়া আছেন বহুগুণের অধিকারী প্রণব ভট্টাচার্য্য। ছোটোদের 'ছবি আঁকার মাস্টার' সমর মুখোপাধ্যায় যথাস্থানে ইটের বদলে পাটকেলটি মেরেছেন। ভূগোলিকা কস্তুরী ভট্টাচার্য ছোটেদের ভুলিয়ে রেখেছেন অহঙ্কারে। রেল স্টেশনের ব্যস্ত পোস্টমাস্টার সুত্তম রুইদাস ছোট পাখির ভাবনায় মন ভরিয়েছেন। মায়ের ভাবনায় ভাবিত সাহিত্যের শিক্ষক সেখ জাহির আব্বাস। ব্যস্ত মানুষ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী ছবির শুভেচ্ছায় এঁকেছেন কাব্যচ্ছবি। সাবিদা হক্ গোলাপের নকশা ফুটিয়েছেন। সুকান্ত প্রামাণিক, বন্ধু হিসেবে তিনিও আছেন। আছেন ডাক্তার মৃণাল পাল, দেবলীনা কুমার, শিক্ষিকা ড. রঙ্গনা দে, জয়শ্রী বৈরাগ্য, অদিতি রায়। অল্প কথায় গল্প লিখেছেন অর্পন রায়, কবি সব্যসাচী ঘোষ ও আরো অনেকে। শারদ উৎসবে নানা রঙের ছবির মেলায় মেলা ছবি নিয়ে হাজির হিজিবিজি। যদিও রং জোটাতে পারেনি, ছোটো পত্রিকার জগতে সে যে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো ব্যাপার! মজার ব্যাপার, প্রত্যেক গল্পকার ছোটদের আঁকা ছবি দেখে তাদের ছবির সঙ্গে মিল করে এই সংখ্যায় আন্তরিকভাবে গপ্‌পো লিখেছেন। হিজিবিজি তাই একটি অনন্য সাধারণ প্রযোজনা।

পূর্বস্থলীতে ১০০ জন যুবক-যুবতীর রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ অক্টোবর : ডি.ওয়াই.এফ.আই এবং এস.এফ.আই.-এর মাজিদা অঞ্চল ইউনিটের উদ্যোগে আজ একশো জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগ্রাহক সংস্থা কাটোয়া মহকুমা ব্লাড ব্যাংকের অধিক রক্ত নেওয়ার পরিকাঠামো না থাকায় সকলের রক্তদান করা সম্ভব হয়নি।

রক্তদানের তালিকায় নাম লিখিয়েও ৩০ জন যুবককে রক্ত না দিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়। পূর্বস্থলীর মাজিদা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রদীপ সাহা।

শিবিরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের রক্তদানে উৎসাহিত করেন প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল, যুবনেতা বীরেশ্বর নন্দী, খগেন বিশ্বাস, তালামিন সেখ প্রমুখ।

শারদোৎসবে বর্ধমান শহরে প্রগতিশীল ও মার্কসীয় সাহিত্যের স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদ উৎসব উপলক্ষে জেলা জুড়ে খোলা হয়েছিল প্রগতিশীল ও মার্কসীয় সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্র। বর্ধমান শহরে পাঁচটি বুকস্টল খোলা হয়। বর্ধমান শহরের তেলমারুই পাড়া, খোসবাগান ও পুলিশ লাইনের কাছে এবং ডিওয়াই এফ আই ও এস.এফ.আই পার্কাস রোডের মোড়ে ও বীরহাটায় পার্বতী মাঠের কাছে বুস্টল হয়। এছাড়াও বিসি রোডের বিচিত্রা সিনেমার সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর শাখার বুক স্টল হয়। অনেক জায়গাতেই স্টল

করতে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও সাধারণ আগ্রহী মানুষ বিভিন্ন স্টলে ঘুরে চিরায়িত মার্কসীয় সাহিত্য ও সমকালীন গ্রন্থগুলিকে কিনেছেন।

ক্ষোভ বর্ধমান শহরে

—প্রথম পাতার পর

দু'দিনে- ১১ এবং ১২ অক্টোবর রেকর্ড সংখ্যক প্ল্যান পাশ হয়েছে। একসঙ্গে একগুচ্ছ বাড়ি এবং বহুতল, আবার তারমধ্যে রয়েছে কিছু জি প্লাস ফোর বিল্ডিং। আছে এমন কিছু আবাসনের বিষয় যেগুলির ছাড়পত্র দীর্ঘদিন নানা কারণে আটকে ছিল, অভিযোগ অনেকগুলি অনুমোদন পাওয়ারই যোগ্য নয়। ছ'ফুট চওড়া রাস্তাতে এবং ঘিঞ্জি পার্কাস রোড মোড এলাকায় ৯তলা বহুতল বাড়ি তৈরির অনুমোদন মিলেছে।

মেয়াদ শেষের আগে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পুর কর্তৃপক্ষের এই ধরনের ঢালাও প্ল্যান পাশের ঘটনায় শহরবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে পৌরসভার শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে তবে কি পিছনে কাটমানির খেলা আছে? প্রশ্ন শহরবাসীর। বর্ধমান পুরসভার একমাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সংবাদ মাধ্যমে ইতোমধ্যে দাবি করেছেন যথাযথ স্ক্রুটিনি ছাড়াই এই বিপুল সংখ্যার বিল্ডিং প্ল্যান নাকি পাশ করানো হয়েছে। উল্লেখ্য পুরসভার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে গত ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে বিল্ডিং প্ল্যানিং বিভাগ থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বসানো হয়েছিল। এজন্য বিগত পুরসভার চেয়ারম্যান-এর কাছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব কৈফিয়ত তলব করেছিল। কিন্তু তাতে সিদ্ধান্তের কোনো রদবদল ঘটেনি। বরং অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং প্ল্যান পাশে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বিল্ডিং প্ল্যানিং বিভাগ থেকে সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পুরসভার পুজোর ছুটি পড়ার আগের দিন ১১ তারিখ এবং ১২ তারিখ গভীর রাত অব্দি এইসব ঘটনা ঘটায়, তার সাথে শাসকদলের দুর্নীতি এবং নেতাদের চাপানউতোর প্রকাশ্যে আসায় ক্ষোভে ফুঁসছেন শহরের মানুষ।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি তৃপ্তি মণ্ডল পিতা দিলীপ মণ্ডল, স্বামী বিশ্বনাথ মণ্ডল, কাঞ্চননগর, উদয়পল্লী, পোঃ কাঞ্চনগর, থানা ও জেলা পূর্ব বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পদবী প্যান কার্ড ও আধার কার্ডে ভুলবশত তৃপ্তি সিন্‌হা পিতা দিলীপ মণ্ডল এবং আধার কার্ডে তৃপ্তি সিন্‌হা স্বামী গোপাল সিন্‌হা নথিভুক্ত হয়েছে। তৃপ্তি মণ্ডল এবং তৃপ্তি সিন্‌হা স্বামী গোপাল সিন্‌হা এবং বিশ্বনাথ মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ধর্মেন্দ্র কুমার মৌর্য়া পিতা ওঙ্কারনাথ মৌর্য়া লোকো কলোনী, থানা ও জেলা বর্ধমান, ৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার কন্যার প্রকৃত নাম হল Yuvanshi Mourya কিন্তু জন্ম শংসাপত্র ও এল.আই.সি পলিসিতে তার নাম Yuvanshi Mourya-এর পরিবর্তে তার নাম Laboni Mourya নথিভুক্ত হয়েছে। Yuvanshi Mourya ও Laboni Mourya এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিশেষজ্ঞ অশোক দাস

—প্রথম পাতার পর

আঞ্চলিক প্রভাব থাকবে এধারণা সঠিক নয়।"

প্রয়াত অশোক দাস কবি নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। নজরুল গীতিতেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নজরুল আকাদেমিসহ বিভিন্ন কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরুল বিষয়ক চর্চায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে বহুবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আকাশবাণীর শিল্পীও ছিলেন তিনি। অসুস্থ শরীর নিয়েও কিছুদিন আগে তিনি ঝুমুর গানের অডিও সিডি তৈরি করেছেন। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি সেই সিডি প্রকাশ করেছে। গণশক্তি পত্রিকা ও নতুন চিঠিতে নিয়মিত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সম্প্রতি শারদসংখ্যা নতুন চিঠিতেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে- 'হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত ও নজরুল ইসলাম'।

নতুন চিঠির সঙ্গে অশোক দাসের সম্পর্ক গত শতকের আটের দশকের শেষ দিক থেকে। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন শিল্পী তেমনি শিল্প নিয়ে সারস্বত সাধনায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। নতুন চিঠির ছিলেন গ্রাহক ও সুহৃদ। প্রায় নিয়মিত লিখতেন। ফোনে যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। যে কোন বিষয় নিয়েই বলতেন। কারও লেখা ভালো লাগলে তার ফোন নম্বর নিয়ে কথা বলতেন। এবারের শারদীয়ায় চরম অসুস্থতার মধ্যেই লিখেছিলেন। বউদি ও ঋত্বিকের বারণ সত্ত্বেও আমাদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। নাতিকে দিয়ে লিখিয়েছি, বানান দেখে নিও, বা দেখে নেবেন। এবারে এ নিয়ে অন্তত বার পাঁচেক ফোন করেছেন। নতুন চিঠি পত্রিকা তার এমন সুহৃদকে হারিয়ে বেদনাহত।

দিলীপ দুবে-র গ্রন্থ
'এক নিরপরাধের আত্মকথন'
মূল্য ২৫০ টাকা।
পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-র সবকটি শাখায় ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা ২০১৮-এ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার তরুণ মজুমদার-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বাবুল মণ্ডল যা ভুলবশত বাবলু মণ্ডল ছাপা হয়েছে। বাবলু-এর পরিবর্তে বাবুল মণ্ডল পড়তে হবে।

রাফালে চুক্তির বিরুদ্ধে সভা

—প্রথম পাতার পর

মোদি সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে ২৭ অক্টোবর গলসী ১ কৃষকসভা ও সিটুর ডাকে বুদবুদ বাজারে মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন খেতমজুর নেতা গনেশ চৌধুরী ও সাইদুল হক। সভাপতিত্ব করেন কমল সরকার। এছাড়া পদযাত্রা হয় বোহার থেকে সাতগাছিয়া। গুসকরায় রাফালে কেলেঙ্কারিসহ একাধিক ইস্যুতে গুসকরা কৃষকসভা পূর্ব ব্লক কমিটির উদ্যোগে মিছিল হয়। গুসকরা স্টেশনেও একটি সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন আলমগির মণ্ডল, রবীন টুডু। রাফালে বিমান কেনায় দুর্নীতির পূর্ণ তদন্ত, সারদা, নারদায় যুক্ত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৬ অক্টোবর পদযাত্রা হয় মন্তেশ্বরে। পদযাত্রা পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও শিল্পের দাবিতে সোচ্চার হয়। এছাড়াও কৃষিঋণ মুকুব, সেচের জল এবং ফসলের লাভজনক দাবি নিয়ে পদযাত্রা শুরু হয় ভাগড়া থেকে। সারা ভারত মন্তেশ্বর থানা কমিটির উদ্যোগে জামনা ও দেওয়ানিয়া হয়ে বামুনিয়া বাজার পরিক্রমা করে পদযাত্রা। পদযাত্রার সঙ্গে ছিলেন ওসমান গনি সরকার, ধনঞ্জয় সামন্ত, হামিদ সেখ, রুবেন রায়, আসফার সেখ সহ কৃষক নেতৃত্ব। এদিন খানো গ্রামেও প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়। সারা ভারত কৃষকসভার উদ্যোগে মিছিল খানো গ্রাম পরিক্রমার পর প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা সৈয়দ হোসেন, কাজী জাফর আলি, মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

জল সংকট কাটেনি, দোসর বাদামি শোষক

—প্রথম পাতার পর

পাঞ্চেৎ ও মাইথনের জলাধারে এখন জল রয়েছে ৪০ হাজার একর ফিট। যা দিয়ে ১৪ হাজার একর ফিট করে তিন দিন জল ছাড়া যাবে। এবারে ক্যাচমেন্ট এলাকাতে বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণেই জলাধারে জল কম। ফলে সামান্য তিন দিন জল ছেড়ে যে ধান বাঁচানো সম্ভব নয়। সে আশা ছেড়ে দিয়ে মঙ্গলকোটের চাষিরা গরুকে মাঠে নামিয়ে গাছ খাইয়ে দিচ্ছে। সব থেকে সংকটে কাটোয়া, মন্তেশ্বর, ভাতাড়, রায়না, খণ্ডঘোষ, আউশগ্রাম ব্লক। এখানে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে চাষিরা। কৃষকসভার উদ্যোগে ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন দেয় শেষ পর্যন্ত জল পৌঁছানোর দাবিতে। কৃষকসভার জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন জানান প্রশাসনের গাফিলতিতে এই অবস্থার সৃষ্টি। আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে অনেক ধান বাঁচানো যেত। বামফ্রন্ট সরকার এর আগে কয়েকবারই তেনুঘাট থেকে জল কিনে সমস্যার সমাধান করেছে। পুজোয়, মেলায় খয়রাতি করে টাকা শেষ করছে অথচ কৃষক আত্মহত্যা করলে টাকা নেই।

এরই মধ্যে প্রতিকূল আবহাওয়া বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শুকনো জমিতে স্প্রে করেও রোগ পোকার আক্রমণ রোখার উপায় পাচ্ছে না চাষি। একদিকে যেমন স্প্রে করার জলের অভাব, অন্যদিকে শুকনো জমিতে স্প্রে করে কোনো কাজ নেই। মঙ্গলকোটের চাষি সেখ লিয়াকৎ ৫ বিঘা জমি এবার প্রথম থেকেই জল কিনে পাম্প দিয়ে চাষ করেন। তাতেও বাঁচানো যাচ্ছে না। এর ওপর বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ রুখতে হিমসিম খাচ্ছেন। ধার দেনা করেও ধান বাঁচাতে পারবেন না। বোরো চাষের ধান রেখেছিলেন বেশি দাম পাওয়ার আশায়। সেও অবিক্রি। এই ক'বছরে শুধু দেনার ওপর দেনা। আউশগ্রামের চাষি জলধর বাগ জানান এবার পুজোয় ছেলেমেয়েদের জমা কাপড় দিতে পারিনি। তিন বিঘা নিজের ভাগে নিয়ে আট বিঘা চাষ করেছি। শুধু জলের অভাবে তৈরি ধান শুকোতে বসেছে। পুকুর, বিল ধারে কাছে নেই। ফলে পাম্প দিয়েও সেচের উপায় নেই। ক্যানেলের শেষপ্রান্তে এবার একবারও জল পাইনি। যেটুকু বাঁচিয়েছি প্রকৃতির ভরসায়। শেষ আশা সেই প্রকৃতি। ডিভিসি-র তিন দিন জলছাড়া বেশিরভাগ চাষির কাছে দুঃস্বপ্ন।

কৃষিবিজ্ঞানী মানস মুখার্জী জানান, বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ ঘটলে নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টকর। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ধান রোয়া থেকে পদক্ষেপ নিতে হয়। আক্রমণ ঘটলে এ্যপ্লড জাতীয় ওষুধ প্রতি ব্যারেলে ৩২ মিলি গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে। এই জাতীয় পোকা গাছের গোড়ায় থাকে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একে রোধ করতে গেলে জমির চারিপাশে আলেও স্প্রে করতে হবে। পাশের জমিতে যাতে না যায়।

ফসল ঘরে ওঠার আই চাষির খরচ বাড়ছে। বাড়ছে সংকট। কমবে ফলন। শস্যভাণ্ডার পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষি অর্থনীতি এখন ঘোর সংকটে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ১৯৫৩ সালে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ফজল আলি (সভাপতি) কে এম পানিক্কর এবং হৃদয়নাথ কুঞ্জর (সদস্যদ্বয়)। ২) স্বাধীনতা সংগ্রামী পট্টি শ্রীরামালু। ৩) ১৯৬০ সালের মে মাসে। ৪) নীল নদ, ৬৬৯০ কিমি, ৬টি দেশে প্রবাহিত। ৫) ব্রহ্মপুত্র নদ, ২৯০০ কিমি। ৬) ভাগীরথী (গঙ্গা) মোট দৈর্ঘ্য ২৫২৫ কিলোমিটার। ৭) রাজস্থানের যোধপুর স্টেশন। ৮) দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৬৭ সালে। ডাক্তার ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড। ৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৩ সালে, ডা জন পি মেরিল। ১০) ডাঃ কে ল্যান্ডস্টেইনার, অস্ট্রিয়ার, ১৯০২ সালে। ১১) টিপু সুলতান, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৭৮০ সালে। ১২) আলারা কামা।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

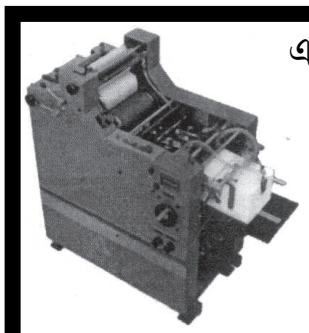

সাধনা প্রেস

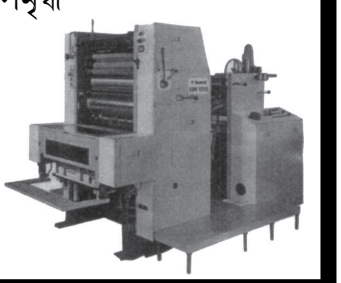

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা